দিনে ভর্তি গড়ে চার’শ, অধিকাংশের জ্বর-শ্বাসকষ্ট

জনবলসংকট, চিকিৎসক স্বল্পতা এবং অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা।

সরকারি কাগজপত্রে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি থাকলেও বাস্তবে এখানে জনবল কাঠামো মাত্র ১০০ শয্যার। ফলে প্রতিদিন চারশোরও বেশি রোগীর চাপ সামলাতে হচ্ছে অপ্রতুল জনবল দিয়ে।

গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে দেখা গেছে, হাসপাতালে ২৫০টি শয্যা থাকলেও হাসপাতালের মেঝে ও বারান্দাতেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ২৫০ শয্যার বিপরীতে হাসপাতালে ভর্তি আছে ৪০০ রোগী। এর সঙ্গে একজন রোগীর সঙ্গে রয়েছেন আরও দুই থেকে তিনজন স্বজন। ফলে হাসপাতাল লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৩২৭ রোগী। এর মধ্যে শুধু পুরুষ ওয়ার্ডেই ভর্তি রয়েছে ১৩৪ রোগী। ১০০ শয্যার বিপরীতে চিকিৎসকের পদ আছে ৪১টি। এর মধ্যে কর্মরত আছেন ২৯ জন।

তবে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে চিকিৎসক না থাকায় চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। সিনিয়র মেডিসিন কনসালটেন্টের পদ শূন্য রয়েছে। একজন অ্যানেসথেসিস্ট ছিলেন, ঈদের আগে জরুরিভাবে তার বদলি হয়ে গেছে। ফলে মেজর অপারেশন বন্ধ রয়েছে। ২ জন শিশু কনসালটেন্টের বিপরীতে আছেন একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট, ৭ জন মেডিকেল অফিসারের বিপরীতে আছেন মাত্র ২ জন। অফিস সহায়কের ৪টি পদই শূন্য। অ্যাম্বুলেন্স ৩টি থাকলেও চালক মাত্র ১ জন। ৫ শয্যার আইসিইউ ওয়ার্ড আছে, কিন্তু আইসিইউর জন্য নির্ধারিত জনবল নেই।

সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন তার বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন দুই দিন। বেড না পেয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন বারান্দায়।

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন উজুলপুর গ্রামের আব্দুর রহিম। তিনি জানান, ঈদের ছুটি থাকায় ঠিকমতো ডাক্তার আসেননি। তবে আজ সকালে ডাক্তার দেখে গেছেন।

হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবিকা স্বপ্না খাতুন জানান, ঈদের দিন রাত থেকে রোগীর চাপ বেড়েছে। শ্বাসকষ্ট, বুকব্যথা, পেটব্যথাসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছেন।

গতকাল সোমবার পুরুষ ওয়ার্ডে রোগী দেখছিলেন কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজিস্ট) কাজল আলী। তিনি জানান, “পুরুষ ওয়ার্ডের অধিকাংশ রোগী শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছেন। রোগীভেদে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে শ্বাসকষ্টের রোগীদের অধিকাংশই বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ধূমপানে আসক্ত হওয়ায় তাদের এ সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে।”

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. সাজ্জাৎ হোসেন বলেন, “আমি মাত্র দুই মাস হলো এখানে এসেছি। তারপরও গত মাসে হাসপাতালের জনবলসংকট নিয়ে অধিদপ্তরে চিঠি লিখেছি, ভিডিও কনফারেন্সেও বলেছি। নতুন পদায়ন দেওয়া তো দূরের কথা, এখান থেকে চিকিৎসক বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক পদায়ন করা হলে মেহেরপুরবাসী এ হাসপাতাল থেকে ভালো চিকিৎসাসেবা পাবে এবং আমরাও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে পারব।”

গাংনীতে চিকিৎসা নেয়ার এক সপ্তাহ পরে মৃত্যু হলো সাপে কাটা রোগীর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ত্রিশ বছর বয়সি কৃষক সেন্টু মিয়াকে গত ৯ মে বিকেলে ধান বাধায়ের কাজ করার সময় অচেনা এক বিষাক্ত সাপ তার ডান হাতে কামড় দেয়।

তাৎক্ষণিক মাঠে কর্মরত কৃষকরা সেন্টু মিয়া দেরি না করে দ্রুত নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং সাপে কামড়ের বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে বলে।

পরিবারের দুজনকে সাথে নিয়ে মটরসাইকেল যোগে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে পথে সড়ক

দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

পরে আহত অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দুদিন ধরে চিকিৎসা নিলেও শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে গত ১৫ মে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন।

পুনরায় গতকাল শনিবার সকালে সেন্টু মিয়ার শ্বাস কষ্ট শুরু হলে স্থানীয় বামন্দী একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসলে চিকিৎসক রক্তের পরিক্ষা দেয়।

পরে রক্তের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক জানান তার শরীরে থাকা রক্তে পয়জন আছে। পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়ার পথে সেন্টু মিয়া মৃত্যু বরণ করে।

নিহত সেন্টু মিয়া কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার চরদিয়ার গ্রামের নজরুল ইসলামের পুত্র। এবং গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের রিনা খাতুনের সাথে বিবাহের পর থেকে শশুর বাড়ি এলাকায় জমি কিনে বসবাস করছেন।

নিহতের শ্যালক আজগর আলী বলেন,সেন্টু অর্থনৈতিক ভাবে খুব দরিদ্র হলেও মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিলো। তার এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে। আর তার স্ত্রী রিনা খাতুনের এক সপ্তাহের মধ্যে আরেকটি বাচ্চা প্রসব করবে। অথচ সেন্টু সবাইকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে চলে গেলো।

জানি ডাক্তাররা রোগীকে বাচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তবে রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে বিষ মুক্ত হয়েছে কিনা? তা পরিক্ষা না করে রিলিজ দেয়া ঠিক হয়নি। এই একটি বাচ্চা পৃথিবীতে আসার আগেও বাবা হারা হলো। এই দায় ডাক্তার সাহেব কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? আপনারাই বলেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন দরিদ্র রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

টানা কয়েকদিনের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের মাঝে সরকারের উপহার হিসেবে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। নিজ হাতে শীতবস্ত্র বিতরণ ও রোগীদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবাইদুর রহমান সাহেল।

এ সময় তিনি বলেন, শীতের কষ্ট লাঘবে সরকার অসহায় মানুষের পাশে রয়েছে এবং এই সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, চলমান শৈত্যপ্রবাহে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ইউএনও উবাইদুর রহমান সাহেল নিয়মিতভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করে যাচ্ছেন। উপজেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে শীতার্ত মানুষদের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে। শীতবস্ত্র পেয়ে চিকিৎসাধীন রোগীরা উপজেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দুস্থ রোগীদের পাশে বিএনপি নেতা কামরুল হাসান

দুস্থ ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে গ্রামে গ্রামে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে এ মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে দিনব্যাপী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধণ করেন তিনি। এর আগে গত কয়েক সপ্তাহে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, রাইপুর, শ্যামপুরসহ কয়েকটি গ্রামের ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে

দুস্থ মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

কুষ্টিয়া ল্যাব কেয়ারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ক্যাম্পে ১০ থেকৈ ১২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রতিটি মেডিক্যাল ক্যাম্পে প্রায় ২ শতাধিকের বেশি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা নিতে আসা শোলমারীর গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ পারভিনা খাতুন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, কিন্তু আর্থিক কষ্টের কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে পারিনি। আজ এখানে এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছি, ওষুধও দিয়েছে। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

চিকিৎসা নিতে আসা আব্দুল গফুর জানান, সারাদিন রিকশা চালিয়ে সংসার চালাই, ডাক্তার দেখানোর মত টাকা গোছাতে পরিনি। যেকারণে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ হয় না। আজ বিনা পয়সায় ডাক্তার দেখাতে পারছি, খুব ভালো লাগছে।

মোছাঃ তাহমিনা নামের এক কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী বলেন, এমন ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প হলে গরিব মানুষদের অনেক উপকার হয়। ডাক্তাররা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন, প্রয়োজনীয় ওষুধও দিচ্ছেন।

মেডিকেল ক্যাম্পের প্রধান সমন্বয়ক ও ল্যাব কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সজিবুল হক জানান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের উদ্যোগে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি নিয়মিতভাবে শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অসহায় মানুষের জন্য এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবির অন্যতম লক্ষ্য হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই আমরা নিয়মিত সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে জেলা বিএনপি কাজ করছে। সেই ধারাবাহিকতায় শোলমারী গ্রামের দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা

আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় রোগীর পেটে গজ রেখে সেলাই, আড়াই মাস পরে অপসারণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গায় রোগীর পেটে গজ রেখে সেলাই এর অভিযোগ উঠেছে। আড়াই মাস পরে তা অপসরণ করা হয়েছে। গতকাল ওটিতে গজ অপসারণের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি সকলের নজরে আসে।

ভিডিওতে দেখা যায়, অপারেশন থিয়েটারে একটি রোগীর অস্ত্রোপচার চলছে। সেখান দুই জন ব্যাক্তির কন্ঠ শোনা যাচ্ছে। তারা রোগীর স্বজনদের কাছে রোগীর অবস্থা বর্ণনা করছেন। ওটিতে বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলার সিভিল সার্জন হাদী জিয়াউদ্দিন আহমেদ কেউ দেখা যায়। তিনি সহযোগী সহ রোগীর পেটে থেকে বড় আকারের গজ বের করছেন।

ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে আসার পরেই সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাটি টপ অফ দা সিটিতে পরিণত হয়। সবাই ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাই।

এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে জানা যায়, গত তিন মাস পূর্বে আলমডাঙ্গার পপুলার ক্লিনিকে সাহেরা খাতুন (৫৫) নামের শ্রীরামপুর গ্রামের এক মহিলার জরায়ু টিউমার অপারেশন করেন কুষ্টিয়া থেকে আগত ডাঃ হোসেন ইমাম। অপারেশনের কিছুদিন পর পর ক্ষতস্থান থেকে পূজ বাহির হতে থাকে। অনেক ওষুধ সেবন করার পরেও কোন ফলাফল আসে না। এ নিয়ে রোগীর তীব্র ব্যথা শুরু হলে দীর্ঘ দুই মাস বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করেও কোন সমাধান হয়নি।

গত শনিবার আলমডাঙ্গা ডক্টরস কেয়ার এন্ড স্পেসালাইজড হসপিটালে তার অপারেশন করে পেটের ভেতর থেকে গজ কাপড় বাহির করে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডঃ হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ।

এ নিয়ে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, এখানে রোগীদের পছন্দের ডাক্তার হোসেন ইমাম ছিল, পাশাপাশি এনেস্থেসিয়া হিসেবে ডাক্তার আব্দুস সালাম এবং সহকারী হিসেবে ডাঃ তুহিন ছিল। এখন ডাক্তার কিভাবে অপারেশন করবে সেটা তো ডাক্তার ভালো বলতে পারে। তবে যিনি সেলাই করেছে এখানে সম্পূর্ণ দায় তার। একজন রোগীর জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা বরদাস্ত করা উচিত নয়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে আমরা ডাক্তার ম্যানেজ করেছি, সহকারীও ম্যানেজ করেছি, এনেস্থেশিয়াও ম্যানেজ করেছি এখানে তো আমাদের কোন গ্যাপ ছিল না।

মেহেরপুর লাইফ কেয়ার হাসপাতালের ওটিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরে লাইফ কেয়ার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে রাশিয়া খাতুন
(৪৫) নামে এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নিহত রাশিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মীর পাড়ার কাবাদুল ইসলামের স্ত্রী।

শুক্রবার (১৮ জুলাই) সকালে মেহেরপুর শহরে অবস্থিত লাইফ কেয়ার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে, মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে ভিড় করেন এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা হাসপাতাল বন্ধের দাবিতে হাসপাতালের সামনে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান নেন এবং হাসপাতালে কর্মী সুমন নামের একজনের উপর হামলা চালায়। পরে পুলিশ ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর আগে রাশিয়া খাতুনের এক হাত ভেঙে যায়। সে সময় অপারেশনের মাধ্যমে হাতে রড (ফরেন পার্টিকেল)

সেট করা হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর হাতটি স্বাভাবিক হয়ে উঠলে চিকিৎসকের পরামর্শে রডটি অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য রাশিয়া খাতুন শুক্রবার সকালে লাইফ কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসক মনজুর উল আলামের কাছে অপারেশনের জন্য যান। অপারেশনের জন্য প্রায় ৪০ হাজার টাকায় চুক্তি হয়।

রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার পর তাকে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয় এবং অজ্ঞান করা হয় বলে অভিযোগ করেন রোগীর স্বজনরা। এরপর রাশিয়া খাতুনের আর জ্ঞান ফিরে পাননি। অপারেশনের জন্য নির্ধারিত চিকিৎসক অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশের আগেই রোগীর অবস্থা খারাপ দেখে তাকে কুষ্টিয়া রেফার্ড করা হয়েছে বলে একটি বিশ^স্ত সূত্রে জানা গেছে।

রাশিয়া খাতুনের ছেলে রাসেল অভিযোগ করে বলেন, “আমার মাকে প্রথমে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয়, পরে আবার অজ্ঞান করা হয়। এরপর তার জ্ঞান ফেরেনি। এক পর্যায়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে বলে, কুষ্টিয়ায় নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমার মা তখনই মারা গিয়েছিলেন। আমি নিজ গাড়িতে অক্সিজেনসহ দ্রুত কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। শহরের ওয়াপদা মোড় পেরোনোর আগেই বুঝতে পারি মা আর নেই। পরে গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ইসিজি করালে দেখা যায়, ঘণ্টাখানেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ মৃত অবস্থায়ই আমাদের মাকে হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয়েছিল।

ঘটনার পর থেকে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে লাইফ কেয়ার ডি ল্যাব অ্যান্ড হাসপাতালটি বন্ধ রয়েছে। এদিকে, এ বিষয়ে হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) খালিদ সাইফুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “রোগীর মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। যেন কেউ আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার সময় মৃতের স্বজনদের সঙ্গে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমানসহ স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং পরিবারকে শান্ত করেন।

গাংনী হাসপাতালের তদন্ত প্রতিবেদন জমা হবে আজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পাঠানোর অভিযোগে একটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠণ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সে প্রতিবেদন আজ শনিবার জমা দেওয়া হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। গত ২৯ জুন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রাণী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের নির্দেশে এ কমিটি কমিটি গঠণ করেন।

হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) হাবিবুর রহমানকে সভাপতি করে ৩ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন- জুনিয়র কনসালটেন্ট খোকন রেজা ও মেডিকেল অফিসার তাসমেরি খাইরুন নাহার। কমিটিকে চার কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে। আগামীকাল (আজ) শনিবার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সরকারের বিনিয়োগের অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, রোগীদের প্রায় ৯৮ ভাগ পরীক্ষায় এখানে না করে চিকিৎসকের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়। এসব কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পান বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেনসহ কয়েকজন চিকিৎসক নিয়মিত রোগীদের নিজেদের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক

সেন্টারে পাঠান।

এমনকি একজন চিকিৎসকের দাবি, কিছু চিকিৎসক এমন সব পরীক্ষা লিখে দেন যেগুলোর প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র কমিশনের জন্য।ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন সরেজমিনে দেখা গেছে, ডা. ফারুক হোসেন নিয়মিত রোগীদের ‘মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে’ পাঠাচ্ছেন।

ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রোগীদের সেখানে নেওয়ার কাজ করছেন। জানা যায়, ডা. ফারুক হোসেন অবসরে গিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চেম্বার করেন।

মেহেরপুরে তাপদাহে হাসপাতালে বেড়েছে গরমজনিত রোগীর সংখ্যা

মেহেরপুরে তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। রাস্তা কিংবা মাঠে কাজ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরম উপেক্ষা করেই কাজ করতে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে। এতে করে হাসপাতালে বাড়ছে শিশু ও বৃদ্ধ রোগীর সংখ্যা। এ সময় রোদে না বের হওয়া, ছায়াযুক্ত স্থানে চলাফেরা করা, তরল খাবার খাওয়া এবং শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শিশু নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো ধানখোলা গ্রামের জোসনা খাতুন জানান, তার ১৪ মাস বয়সী শিশু রায়ান দুই দিন যাবৎ জ্বর-সর্দিতে ভুগছে। গত রাতে শুরু হয় পাতলা পায়খানা। আউটডোরে টিকিট কেটে চিকিৎসক দেখালে ভর্তি করে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

ধর্মচাকী গ্রামের সুমাইয়া এসেছেন তার শিশু কন্যা হুজাইফাকে নিয়ে। তিনি বলেন, গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে বমি করতে থাকে, পরে শুরু হয় পাতলা পায়খানা। চিকিৎসক ভর্তি লিখেছেন। এমন অর্ধশতাধিক শিশু শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছে।

শুধু শিশুই নয়, বেশ কয়েকজন বৃদ্ধকেও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা গেছে।

এদিকে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন পর্যন্ত মেহেরপুরে বৃষ্টির দেখা মেলেনি। ফলে বেড়েছে রোদের তীব্রতা ও ভ্যাপসা গরম। চরম বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী মানুষ। কৃষকদের খুব সকালে মাঠের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। আর রাস্তায় উপার্জনক্ষম মানুষদের আয় কমে গেছে। ভ্যান ও অটোচালকরা রাস্তায় ঘুরলেও যাত্রী পাচ্ছেন না বলে জানান।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা বেড়েছে। শনিবার বেলা ১২টায় ৩৫ ডিগ্রি এবং বিকেল ৩টায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৫২ থেকে ৬৩ শতাংশ। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তা রাকিবুল হাসান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র শিশু কনসালট্যান্ট ডা. হাবিবুর রহমান বলেন, বর্তমানে তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরমে সব বয়সের মানুষ জ্বর, সর্দি-কাশি ও ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তবে শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। সেক্ষেত্রে শিশুদের বেশি করে তরল খাবার, মায়ের দুধ, শাকসবজি খাওয়াতে হবে এবং ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। এছাড়াও অপ্রয়োজনে রোদে না বের হওয়া ও বেশি পানি খাওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

মুজিবনগরের ডাক্তার দম্পত্তির বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগ

চিকিৎসার জন্য মুজিবনগরের সীমান্তবর্তী সোনাপুর গ্রাম থেকে আসেন আসাদুল ইসলাম। তার পছন্দের চিকিৎসক মাহমুদুর রহমান শিমুল রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলো করিয়ে রিপোর্ট দেখাতে আসলে, শিমুল পরিচালিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকের রিসেপশনে জানানো হয় যে, তাদের পছন্দ

করা ল্যাবে পরীক্ষা না করালে রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে না।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে সাংবাদিক জাহিদ ও সাবিত তুহিন সেখানে উপস্থিত হন। ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের সাথে কথা বলার সময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ল্যাব কর্তৃপক্ষের কয়েকজন এবং ডাক্তার শিমুলের শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এছাড়া, পাশের দুটি ল্যাব পপুলার এবং কেয়ার ল্যাবের মালিকরা অভিযোগ করেছেন, ডাক্তার শিমুল ও তার স্ত্রী ডা. সাদিয়া আফরিন সোমা তাদের ল্যাবের রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

এ বিষয়ে ডা. মাহমুদুর রহমান শিমুল বলেন, মুজিবনগরে অনেক ল্যাবে বৈধ প্যাথলজিস্ট নেই, যার কারণে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে সেসব ল্যাবের রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। তবে সাংবাদিকদের সাথে কোনো ধরনের অসদাচরণের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান শিমুল ও সাদিয়া আফরিন সোমা দম্পতির মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিক, মুজিবনগর। বর্তমানে তারা দুজনই কর্মরত আছেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর সদর হাসপাতালে।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন মেহেদী হাসান

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির

সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

শনিবার বিকেলে পরিদর্শনে আসেন তিনি। এ সময় তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের।

জানা যায়, রোগী দেখতে ও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

এ সময় তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ফারুক হোসেন (খোকন), মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব সেলিম রেজা (মধু), পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বাধন রাজবীর (নিশু)।

এরপর তিনি কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের। মেহেদী হাসান রনি ঝিনাইদহ -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম শহিদুল ইসলাম মাস্টারের বড় ছেলে। তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ – ৩ আসন থেকে সংসদ নির্বাচনে সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।